

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমার ভাগ্য বিড়ম্বনাকে সংশোধন করে ভাগ্য গড়ে দেন একমাত্র বাবা, যিনি তোমাকে জ্ঞান দান করে ভাগ্যবান তৈরি করেন ।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা এই রুহানি ভাটির (আত্মা শোধন) প্রক্রিয়াটি কি?

উত্তর :- রুহানি ভাটি অর্থাৎ স্মরণের যাত্রায় থাকা যাত্রীদের কখনো এদিকে - ওদিকের চিন্তনে থাকা উচিত নয় । একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । যদি বুদ্ধি এখানে - ওখানে যেতে থাকে তাহলে তো ঝটকা খেতে থাকবে । দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, তাতে বায়ুমণ্ডল দূষিত হবে । নিজের লোকসান হবে ।

গান :- হৃদয়ের ভরসা ভেঙে না যায়.....

ওম শান্তি :- মিষ্টি মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা গানের দুটো কথা শুনলে, বাচ্চাদের সাবধান করা হয়েছে । এই সময় যারা আছেন তাদের সবার ভাগ্য বিগড়ে আছে, কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া । তোমাদের এখন বিগড়ে যাওয়া ভাগ্য শুধরে যাচ্ছে । বাবাকে বলা হয় ভাগ্য নির্মাণকারী । তোমরা জানো যে শিববাবা কত মিষ্টি । বাবা শব্দটা খুব মিষ্টি । বাবার থেকে সব আত্মাদের বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় । লৌকিক বাবার থেকে পুত্র সন্তানরা বর্সা (অধিকার) পায় । কন্যা সন্তানরা তা পায় না । এখানে তো কি ছেলে, কি মেয়ে, সবাই বাবার বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করে । বাবা আত্মাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়ান । আত্মা বুঝতে পারে যে, আমরা সবাই ভাই ভাই । এটাকে ভ্রাতৃত্ব ভাব বলা হয় তো, এক ভগবানেরই সন্তান আমরা, তাহলে এত লড়াই - ঝগড়া কেন? সবাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে থাকো । অনেক ধর্ম, অনেক মত আছে, আর প্রধান কথা তো রাবণ রাজ্যে লড়াই - ঝগড়া চলতে থাকে । কেননা এই রাজ্যে বিকারের প্রবেশ অবাধ । কাম বিকারের জন্য তো কত লড়াই ঝগড়া হয় । এমন কত রাজারা লড়াই করছে । কামের জন্য খুব লড়াই হয় । কত খুশী হয় । কারোর সাথে এমনও লড়াই ঝগড়া হয় যে তাকে মেরে ফেলা হয় । কাম মহাশত্রু । যাদের রাগ আছে তাদের কাম মহাশত্রু । যাদের ক্রোধ আছে তাদের ক্রোধী বলা হয় । লোভাতুরকে লোভী বলা হয় । কিন্তু যে কামনাকারী, তাদের অনেক নাম আছে । বলা হয় অমৃত ছেড়ে বিষ পান করেছো কেন? শাস্ত্রে "অমৃত" নাম লিখে দিয়েছে । দেখানো হয়েছে সাগর মন্থন করে অমৃত পাওয়া গেছে । সেই ঘট(কলস) লক্ষীকে দেওয়া হয়েছে । কত কাহিনী আছে । এই সমস্ত কিছুই মধ্য সবচেয়ে বড় কথা এবং সর্বব্যাপী কথা আছে, যা কিনা, গীতার ভগবান কে? আর পতিত পাবন কে? প্রদর্শিত মুখ্য চিত্রনাট্যে এই সব বোঝানো হয় । পতিত - পাবন, জ্ঞানের সাগর, আর তার থেকে নির্গত জ্ঞানের গঙ্গা, নদী অথবা সাগর কি হয় । কত ভালো ভালো কথা বোঝানো হয় । বাবা বসে বসে বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের কে পবিত্র বানিয়েছেন? বিগড়ে যাওয়া ভাগ্যকে কে সংশোধন করে দেবেন? সেই পতিত- পাবন কখন আসবেন? এই খেলা কেউ জানে না । বাবাকে তো বলাই হয়, সে জ্ঞান দীপ্ত , আশীর্বাদক, শান্তি দাতা । গানও আছে, বিড়ম্বনাকে কে শুধরে দেন একজনই... । এটা তো বোঝাই যায় যে রাবণই

সবসময় বিগড়ে দেয় আমাদের । এই খেলা হার - জিতের । তোমরা তো জানই যে রাবণকে, ভারতবাসীরা বছরে বছরে পুড়িয়ে দেয় । ইনি ভারতের শত্রু । ভারতেই খালি পোড়ানো হয় । কারোর কাছে জিজ্ঞাসা করো, কবে থেকে রাবণকে পোড়ানো হয়? তাহলে সে বলবে যে, এটা তো অনাদি কাল থেকে শুরু হয়েছে । যখন থেকে সৃষ্টি শুরু হয়েছে । শাস্ত্রে এই সব পড়া (সার) মুখ্য রূপে আছে, অনেক কাল আগে থেকেই ছিলো । মুখ্য ভুল হলো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা । বাবা তো এটা বলেন না, এটা কার ভুল! এটা তো নাটকের মধ্যে গাঁথা আছে । জেতা- হারার খেলা । মায়ার কাছে হারলেও হারা, মায়ার কাছে জিতলেও জেতা । মায়ার কাছে কেমন করে হারা হয় সেই সব বোঝানো হয়েছে । অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য চালনা করে, এক সেকেন্ড ও এদিক ওদিক হয় না। রাম রাজ্যের স্থাপনা হয়, তখন রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয় । সমস্ত কিছু নিজের সময়ানুযায়ী চলতে থাকে । সত্য যুগে তো লক্ষ্য হয় না সেখানে বুদ্ধ ধর্মের অংশ হয় । লেখা পড়া জানা লোকদের বুদ্ধিতে থাকে, লন্ডন এদিকে আর আমেরিকা ওদিকে। পড়াশোনা করলে বুদ্ধির তাল খুলে যায় । রশ্মি আসে, একে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বলা হয় । বুদ্ধজনেরা অনেক কথা বুঝতে পারে না । এদেরকে একটা প্রধান কথা ধারণা করে নিতে হবে । যা অন্তিম কালে কাজে আসবে । মনুষ্যগণ তো অনেক শাস্ত্র পড়ে । কিন্তু শেষে একটা কথা বলতে বলা হয় যে, রাম রাম বলো । এমন বলা হয় না যে, বেদ পড়ো, শাস্ত্র পড়ো, কিন্তু শেষে বলে যে, রামকে স্মরণ করো । বেশিরভাগ সময় যিনি, যে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেন অন্তিম কালে তার ওই সব স্মরণ এসে যায় । এখন বিনাশ তো সবার হবেই । তুমি তো জানো কাকে স্মরণ করতে হবে? কেউ কৃষ্ণকে, কেউ আপন গুরুকে, স্মরণ করবে । কেউ নিজের দেহ সম্পর্কিত কাউকে স্মরণ করবে । দেহ কে স্মরণ করলে তো সব খেলা সমাপ্ত । এখানে একটাই কথা বোঝানো হয় যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। চার্ট বানিয়ে রাখো, কতটা স্মরণ করলে । যত স্মরণ করবে ততই পবিত্র হয়ে যাবে । এমনও হয় না যে, খালি গঙ্গা স্নান করলেই পবিত্র হয়ে যায় । আত্মার ব্যাপার আছে । আত্মা পতিত হয়, আবার আত্মাই পবিত্র হয় । বাবা তো বুঝিয়েছেন - আত্মা একটা নক্ষত্র রূপ বিন্দু । ব্রহ্মকুটির মধ্য স্থানে থাকে । বলা হয় নক্ষত্র রূপ আত্মা অতি সূক্ষ্ম । তোমরা বাচ্চারা এই সব বুঝতে পারছো। বাবা বলেন যে, আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি । তার পর উনি কল্প শব্দটা ছেড়ে যুগে যুগে কথা ব্যবহার করেছেন । মনুষ্যগণ তো এটা উল্টো বুঝেছে । আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি । ঘোর অন্ধকারময় আর আলোয় আলোকিত যুগের সঙ্গমে আসি। বাদবাকি যুগে যুগে আসার দরকার নেই । সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় আসি। যখন পুরো ৮৪ জন্মের সিঁড়ির ধাপ নামা হবে, তখন বাবা আসেন । এই জ্ঞান সম্পূর্ণ জগতের জন্য দেওয়া হয়েছে । সন্ন্যাসীরা বলেন যে এই সব চিত্রপট সবটাই কল্পনা । কিন্তু কল্পনার কোনও ব্যাপার নেই । এটা সবাই কে জানানো হচ্ছে । না হলে মানুষরা কেমন করে বুঝতে পারবে । এই কারণেই এই সব চিত্রপট বানানো হয়েছে । এর প্রদর্শন দেশ দেশান্তরে হয়ে থাকে । বাবা বলেন, অনেক ভারতীয় সন্তান আছে, তারা তো আমারই সন্তান, তাই না? এখানে অনেক ধর্মের উৎস (সম্মেলন) আছে । বাবা বোঝাচ্ছেন - এরা সব কাম - চিন্তার চিতায় বসে দন্ধে মরছে । সত্য যুগে যে প্রথমে আসে, সেই আবার দ্বাপর যুগে কাম- অগ্নিতে দন্ধেছে । এই জন্য কালো বর্ণের হয়ে গেছে । এখন তো সবার সদগতির সময় । তুমি নিমিত্ত তৈরি হচ্ছে । তোমার পরে সবার সদগতি করতে হবে । বাবা কত সহজ পন্থা বলে দিয়েছেন । বাবা বলছেন যে, কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণে রাখো । আত্মাই দুর্গতির শিকার । আত্মা পতিত হলে শরীরও তেমনি পাবে । আত্মাকে পবিত্র বানানোর রীতি বাবা খুব সহজ ভাবে বলেছেন।

ত্রিমূর্তির চিত্রে ব্রহ্মার ছবি দেখে মানুষ তো আশ্চর্য হয়ে যায়, এনাকে ব্রহ্মা কেন বলা হয় । ব্রহ্মা তো সূক্ষ্মলোকের অধীশ্বর । ইনি এখানে কোথা থেকে এলেন । এই মহাশয় তো খুব নামকরা ছিলেন। সব সংবাদপত্রে খবর ছিল, এক জহরী, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলে দাবি করেছেন । এবং ১৬১০৮ জন রানি চাই । খুব গন্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল, তাকে তাড়ানোর জন্য । সব একে একে দাড়িয়ে গেল, যে কে তাকে মারবে । এত মানুষ আছে । তবুও আবুতে যখন কেউ যায়, তাহলে তাকে সঙ্গে কথা জিজ্ঞেস করা হয় যে, ব্র. কু দের কাছে যাচ্ছ! ওরা তো যাদু(বশ) করে দেয় । স্ত্রী, পুরুষদের ভাই, বোন বানিয়ে দেয় । বড় বড় কথা বলে আর মাথা খারাপ করে দেয়। বাবা বলেন, তোমরা আমায় "জ্ঞানের সাগর" অলমাইটি অথরিটি (Allmighty Authority) বলো। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি ("World Allmighty Authority") অর্থাৎ সর্বশক্তিমান । যিনি সমস্ত বেদ শাস্ত্রের আদি অন্ত জানেন । বড় বড় বিদ্বানদেরকেও অথরিটি বলা হয় । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি (World Allmighty) অর্থাৎ সর্ব শক্তিমান । যিনি সব বেদ শাস্ত্র পড়েছেন । তারপর বেনারস গিয়ে উপাধি (টাইটেল) নিয়ে আসেন । যেমন মহামহোপাধ্যায়, শ্রী শ্রী ১০৮ সরস্বতী, ইত্যাদি। এই সব উপাধি ওখানে সব পাওয়া যায় । যিনি খুব বড় বিদ্বান তাকে তত বড় উপাধি দেয়া হয় । শাস্ত্রে জনক রাজার ব্যাপারে বলা আছে । উনি বলছেন যে, কেউ আমাকে সত্য ব্রহ্মজ্ঞান কি? তা আমাকে জানান । তবে ব্রহ্ম জ্ঞান তো নেই । সমস্ত ব্যাপার তো এখানকার। গল্প কথা সবকিছু বড় করে দিয়েছে । শঙ্কর পার্বতীর কথোপকথন গল্পকারে লেখা হয়েছে। কত কাহিনী লেখা হয়েছে । শঙ্কর, পার্বতীকে যে সব কথা বলেছেন, বাস্তবে শিব এর ছিলো, শিব ওই কথোপকথন গুলোকে শঙ্কর আর পার্বতীর নাম দিয়েছেন । ভাগবত ইত্যাদি তে যা আছে সেই সব এই সময়ের কথা । আবার গল্পে বলা হয়েছে, ওনার খেয়াল হলো - - রাজাকে এই জ্ঞান দিয়ে দিই । বাবাও বোঝাচ্ছেন - - রাজাদের জ্ঞান দাও । তুমি সূর্যবংশী ছিলে, তারপর চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী, শূদ্রবংশী হয়েছে। তোমার রাজধানী হারিয়ে গেছে । আবার যদি সূর্যবংশী রাজধানী নিতে হয়, তাহলে পুরুষার্থ করো । রাজযোগ শেখাবেন বলে বাবা এসেছেন । তাহলে এসো, বেহদের (অলৌকিক) স্বরাজ নাও । রাজাদের কাছে অনেক চিঠি পত্র জমা দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সমস্ত তো রাজা পান না । ওনার প্রাইভেট সেক্রেটারি চিঠি পত্র দেখেন । কত চিঠি ফেলে দেয়া হয় । যেটা তে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে সেটা রাজাকে দেখানো হয় । বলা হয়, অষ্টাবক্র মুনি জনক রাজাকে মুহূর্তের মধ্যে জীবন মুক্তির সাফাৎ করিয়ে ছিলেন । এই সব এখনো আছে । এখন বাবা কত সুন্দর করে তোমাদের বোঝান । যে বোঝবার না, সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে । বাবা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন যে এর বুদ্ধিতে কিছু ঢুকবে না । বাবা চারপাশে নজর রাখেন - - সবাই ভালো করে শুনছে তো? এদের মন কোথায় ঘুরছে, ক্লান্ত থাকে । বুদ্ধিতে যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে তো ঝটকা(ধাক্কা) লাগবে । লোকসান হয়ে যায় । করাচী তে এই রকম বাচ্চাদের ভাড়া (সংশোধনাগার) ছিল । কারোর যদি ঝটকা লাগত তো তৎক্ষণাৎ বার করে দেওয়া হত। নিজেরাই বসতো । বাইরের কেউ বসাতো না । প্রারম্ভে এদের অনেক বড় পার্ট চলত । অনেক বড় ইতিহাস আছে । প্রথম প্রথম বাচ্চারা খুব ধ্যানের মধ্যে থাকতো । এখনো অবধি বলা হয় যে ওই সব যাদুর মতো ছিলো । পরমপিতা পরমাত্মাকে যাদুকর বলা হয়, তাই না? শিববাবা দেখছেন যে, এদের খুব প্রেম ভাব আছে, দেখা মাত্র ধ্যান মগ্ন হয়ে যায় । বৈকুণ্ঠে তো ভারতবাসী খুব আদরের । কেউ মারা গেলে বলা হয়, বৈকুণ্ঠবাসী হয়ে গেল, স্বর্গ বাসী হলো । এই সময় এখানে নরক হয়ে আছে । সব নরকবাসী । তবেই তো কেউ মারা গেলে বলা হয় যে, সে স্বর্গ বাসী হয়েছে । কিন্তু স্বর্গে তো কেউ যায় না । এখনো অবধি তুমি জানো যে, আমরা স্বর্গ

বাসী ছিলাম । তার পর আবার ৮৪ জন্মের জন্য নরকবাসী হয়ে গেছি । এবার বাবা আবার স্বর্গ বাসী বানাচ্ছেন । স্বর্গে তো রাজধানী আছে । রাজধানীতে অনেক পদ আছে । পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হতে হবে । তোমরা জানো যে মাশ্বা আর বাবা ভবিষ্যতে লক্ষী নারায়ণ হবেন । এখন পুরুষার্থ করছেন । এই কারণে বলা হয়, মাশ্বা বাবাকে অনুসরণ করো । তারা যেমন করেন, তেমন তুমিও করো । এটা স্মরণে রাখো । স্ব-দর্শন চক্র ধারী হয়ে যাও । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর বাবার বর্সাকে (অধিকার) স্মরণে রাখো । ত্রিকালদর্শী হও । তুমি তো সমস্ত চক্রের জ্ঞানে আছো । অন্যদেরও বোঝাতে থাকো । এই সেবারতর কাজে তৎপর থাকো । । এই সেবারত করতে থাকলে অন্য কিছু কাজ কর্ম মনে আসবে না । আচ্ছা!! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা ও গুড মর্নিং, রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার মুখ্য সার :-

১) সত্যযুগে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে মাশ্বা ও বাবাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে । তাঁদের মতো পুরুষার্থ করতে হবে । সেবা কাজে তৎপর হতে হবে । একাগ্র মনে পড়াশোনা করতে হবে ।

২) স্মরণীয় ধারণার ঠিক তালিকা তৈরি করতে হবে । নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । দেহ বা দেহধারীদের ভুলতে হবে ।

বরদান :- স্বার্থ শব্দের অর্থ জেনে সর্বদা এক মনোভাবাপন্ন পরিস্থিতিতে স্থির হওয়ার জন্য সহজ পুরুষার্থী ভবঃ(হও) !

আজকাল যে দুই, একজনের মধ্যে প্রেম, স্নেহ ভালোবাসা আছে, তা কিন্তু স্নেহ বশতঃ নয়, তার মধ্যে স্বার্থ লুকিয়ে থাকে । স্বার্থের জন্য যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসায় কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই । এই জন্যই স্বার্থ শব্দের অর্থ বোঝা অর্থাৎ প্রথমে " স্ব " এর " র " কে স্বাহা (ত্যাগ) করে দাও । এই " স্বার্থ " কে ত্যাগ করে দিলে বিশিষ্ট হয়ে যায় । এই একটা শব্দের অর্থ জেনে কি করতে হবে বুঝতে পারলে, সর্বদা একাগ্র ও এক মনোভাবাপন্ন হয়ে যায় । এটাই সহজ পুরুষার্থ ।

স্লোগান :- ফরিস্তা স্থিতিতে থাকলে কোনো প্রকার বিদ্ব প্রভাব বিস্তার করতে পারে না ।